بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

বিরোধীরা বলে, আমরা ধরাপৃষ্ঠ থেকে জামা'তের নাম পর্যন্ত মুছে দিব। কে আছে যে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি এরূপ ভালোবাসা পোষণকারী ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনকারীদের ধ্বংস করতে পারে ? আল্লাহ্‌তা'লাও এরূপ ভালোবাসা পোষণকারীদের নিজের ক্রোড়ে স্থান দেন আর শত্রুদের আস্তিত্বের ছাপও অবশিষ্ট থাকে না

ওয়াক্‌ফে জাদীদের নতুন বছরের শুভ সূচনার ঘোষণা ও বিশ্ব ব্যাপী জামাত থেকে আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর প্রশংসা সূচকও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

৮ জানুয়ারী ২০২১ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্‌হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ)

সরা বাকারার নিম্নলিখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন।

مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِیْرَةً ؕ وَاللّٰهُ یَقْبِضُ وَیَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ○

অর্থাৎ কে আছে যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান করবে যেন তিনি তা তার জন্য বহু গুণে বৃদ্ধি করতে পারেন। আল্লাহ্ রিয্‌ক সংকুচিতও করেন এবং সম্প্রসারিতও করেন। তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আল বাকারা: ২৪৬)

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লাকে ঋণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ ভালো বা মন্দ প্রতিদানও হয়ে থাকে। এখানে এর অর্থ হবে, কে আছে যে আল্লাহ্‌তা'লার পথে ব্যয় করবে যাতে আল্লাহ্‌তা'লা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন। অতএব যেখানে আল্লাহ্‌তা'লার জন্য ব্যয় করার বা (তাঁর জন্য) দেয়ার প্রশ্ন উঠে সেখানে এর কারণ হলো–আল্লাহ্‌তা'লা এই কর্ম সম্পাদনকারীকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। পবিত্র কুরআনের আরো অনেক স্থানে কুরবানী এবং অর্থিক কুরবানীসমূহের কথা আল্লাহ্‌তা'লা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লার ধর্মের জন্য অথবা আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় করাকে স্বয়ং আল্লাহ্‌র জন্য ব্যয় করার সমতুল্য গণ্য করা হয়েছে। খোদাতা'লার জন্য যা ব্যয় করা হয় তা নষ্ট হয় না, বরং এটি এমন ঋণ যাকে আল্লাহ্‌তা'লা বহু গুণে বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে ব র্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে এভাবে বলেছেন যে, "আল্লাহ্‌তা'লা যখন ঋণ চান তখন এর অর্থ এটি হয় না যে, আল্লাহ্‌র কোন অভাব রয়েছে এবং তিনি অন্যের মুখাপেক্ষী। এমনটি ধারণা করাও কুফর, বরং এর অর্থ হলো, আমি প্রতিদানসহ ফেরত দিব অর্থাৎ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দিব। আল্লাহ্‌তা'লা যার প্রতি কৃপা করতে চান (তার জন্য) এটি একটি রীতি।" যে কোন সৎকর্ম আল্লাহর খাতিরে করা হলে আল্লাহ্‌তা'লা তা বৃদ্ধি করে ফেরত দেন। শুধু টাকা পয়সার বিষয় নয়। তিনি (আ.) বলেন, "এবিষয়টি খোদার মর্যাদার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে। তিনি কারো পুণ্যসমূহ কীভাবে বিনষ্ট করতে পারেন? যেখানে কোন পুণ্য বা কোন কাজ ছাড়াই আল্লাহ্‌তা'লা সবার প্রতিপালন করছেন এবং দান করছেন সেখানে

কেউ যখন কোন পুণ্য করবে এবং সৎকর্ম করবে তখন কীভাবে হতে পারে যে, তিনি তাকে বিনষ্ট করবেন বা তাকে তার প্রতিদান দিবেন না! বরং তাঁর মহামহিমা হলো, 'মাইইয়া'মাল মিসকালা যাররাতিন খায়রাইইয়ারাহ্' অর্থাৎ যে অনু পরিমাণ পুণ্যও করবে তিনি তাকেও তার প্রতিদান দিবেন এবং যে অনু পরিমাণ পাপ করবে সে তার পরিণাম ভোগ করবে। এটি হলো 'কার্য' শব্দের প্রকৃত মর্ম যা এই আয়াতে অন্তর্নিহিত আছে। যেহেতু 'কারয্'-এর প্রকৃত অর্থ এতে বিদ্যমান তাই এটিই বলে দিয়েছেন যে, আর এর তফসীর আয়াত 'মাইইয়া'মাল মিসকালা যাররাতিন খায়রাইইয়ারাহ্'–এ বিদ্যমান অর্থাৎ যে কেউ অনু পরিমাণ পুণ্য করবে, আল্লাহ্তা'লার কাছে তার প্রতিদান রয়েছে।" এর অর্থ হবে তোমরা তা আমার জন্য খরচ করেছ।" হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এখানে ঋণের অর্থ হলো–কে আছে যে আল্লাহ্ তা'লাকে সৎকর্ম উপহার দিবে। তাহলে আল্লাহ্তা'লা তাকে এসবের প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন।"

সম্পদ ব্যয় করে ভাববেন যে, আমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করে ফেলেছি, কর্তব্যও পালন করে ফেলেছি ; এমনটি হওয়া উচিত নয়। না, বরং অন্যান্য পুণ্য করাও আবশ্যক। এমন যেন না হয় যে, এক ব্যবসায়ীর ন্যায় শুধু এ ধারণা নিয়ে সম্পদ ব্যয় করা হবে যে, এর লভ্যাংশ নিতে হবে। অতএব আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর তাহলে এর মুনাফা পাবে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখন আমি এমন কিছু লোকের নিজস্ব ঘটনাবলী উপস্থাপন করছি যারা আল্লাহ্তা'লার এ বাণী থেকে লাভবান হয়েছে। বেশিরভাগ ঘটনা হলো, তারা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্র জন্য কুরবাণী করেছে আর আল্লাহ্তা'লাও আশ্চর্যজনকভাবে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন শুধু পূরণই করেননি বরং তাদের আরো বর্ধিত আকারে প্রতিদান দিয়েছেন।

গিনি কোনাকরির প্রেসিডেন্ট ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ একটি ঘটনা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, তিনি আমার গত বছরের ওয়াকফে জাদীদের খুতবাটি মসজিদে পড়ে শুনান যাতে আমি আর্থিক কুরবাণীর গুরুত্ব বর্ণনা করেছিলাম এবং এ প্রসঙ্গে হযরত আকদস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছিলাম। তিনি বলেন, জুমুআর নামাযের পর একজন দরিদ্র এবং নিষ্ঠাবান আহমদী মূসা কাবা সাহেব তার পকেটে যত অর্থ ছিল তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ওয়াকফে জাদীদ খাতে প্রদান করেন, অথচ তিনি পূর্বেই চাঁদা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। যখন তাকে বলা হলো, আপনি এখান থেকে কিছু অর্থ রেখে দিন। আপনাকে তো বাড়িতেও ফেরৎ যেতে হবে। আপনি তো সবই আপনার পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিয়েছেন। গাড়ি ভাড়ার টাকাও তো আপনার কাছে নেই। তখন তিনি বলেন, আপনি শুনেন নি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এক হৃদয়ে দু'টি বস্তুর প্রতি ভালোবাসা একসাথে থাকতে পারে না। এজন্য আজ আমাকে আল্লাহ্তা'লার ভালোবাসার মাঝে বাঁচতে দিন। এরপর তিনি স্বানন্দে পায়ে হেঁটে বাড়ি চলে যান।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ)বলেন, এই হলো সেই দৃশ্য যা দেখে মোবাল্লেগ সাহেবও লিখেছেন, আল্লাহ্র প্রশংসায় হৃদয় ভরে যায়। আল্লাহ্তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)কে কিরূপ নিষ্ঠাবান জামা'ত দান করেছেন। মানুষ খুতবা শুনে আর বলে দেয় যে, হ্যাঁ আমরা তো খুতবা শুনেছি; কিন্তু এত গভীরভাবে এ বিষয়টি নোট করা যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, দু'টি ভালোবাসা হৃদয়ে সহবস্থান করতে পারে না তাই এটি হতে দেয়া যায় না যে, আমার পকেটে অর্থ পড়ে থাকবে এবং সেটির প্রতিও আমার আকর্ষণ থাকবে। তাই সাথে সাথেই এর ওপর আমলও করেন। মানুষ বলে তারা বুঝতে পারে না। এটি হলো গভীরভাবে কোন কথা শোনা এবং তার ওপর আমল করা। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এ হলো কুরবানীর কত আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত! এটিও বয়আতের শর্তের অন্তর্গত যে, সর্ববস্থায় আল্লাহ্তা'লার সাথে বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। কোন অভিযোগ করা যাবে না। এই যে চাঁদা দেয়া হয়েছে, কুরবানী করা হয়েছে, এতে আনন্দ লাভ হয়েছে। নিষ্ঠার সাথে কুরবানীর জন্য তারা প্রস্তুত রয়েছে। আমাদের বিরোধীরা বলে যে, আমরা ধরাপৃষ্ঠ থেকে জামা'তের নাম পর্যন্ত মুছে দিব। কে আছে যে আল্লাহ্তা'লার প্রতি এরূপ ভালোবাসা পোষণকারী ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনকারীদের ধ্বংস করতে পারে? আল্লাহ্তা'লাও এরূপ ভালোবাসা পোষণকারীদের নিজের ক্রোড়ে স্থান দেন আর শত্রুদের আস্তিত্বের ছাপও অবশিষ্ট থাকে না।

ভারত থেকে ইন্সপেক্টর কমরউদ্দিন সাহেব লিখেন,অর্থ বছর শেষের দিকে নাযেম ওয়াকফে জাদীদসহ জামা'তী সফরে তারা কালিকট জামা'তে পৌঁছান। তারা জনাব হানিফ নামে এক আহমদী ভাইয়ের বাড়িতে যান। তিনি কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করেন। তার দশ বছর বয়সী ছেলে বুগী ও গোলাক(বা মাটির ব্যংক) নিয়ে আসে এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদানকালে বলে, এই টাকা সে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দেয়ার উদ্দেশ্যে সারা বছরে জমা করেছে। বুগী খুললে দেখা যায় যে তাতে অনেক টাকা ছিল। নাযেম সাহেব সেই বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করেন, সাধারণত বাচ্চারা তাদের পছন্দের জিনিস ক্রয়ের উদ্দেশ্যে টাকা জমায়, কিন্তু তুমি তা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে কেন দিচ্ছ? এতে সেই বাচ্চা যে উত্তর দেয় তার মর্ম হলো, আল্লাহ্‌তা'লা ও রসূল (সা.) এবং খলিফাগণ তো খোদার রাস্তায় খরচ করার নির্দেশ প্রদান করে থাকেন, এজন্য ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা খাতে প্রদান করছি। এ হল আহমদী শিশুদের তরবিয়্যতের মান। যে জামা'তের শিশুদের চিন্তাধারা এমন এবং এইভাবে তরবিয়্যত হয়ে থাকে, তাকে আহমদী বিরোধীরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে!

আলবেনিয়ার মোবাল্লেগ লিখেন, একজন বন্ধু মাইকলিস বিয়া সাহেব, তিন বছর পূর্বে তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। একদিন তিনি নিজের সাথে একটি পয়সা ভর্তি কৌটা নিয়ে এলেন। তিনি বলেন, তিনি একমাস যাবত এই কৌটাটি নিজের গাড়িতে এ নিয়্যতে রেখেছিলেন যে, যতটুকু সাশ্রয় হতে থাকবে; তিনি এ থেকে জামা'তের চাঁদার জন্য জমা করতে থাকবেন। প্রথমবার যখন তিনি পূর্ণ কৌটা নিয়ে এলেন, তখন এক অংশ নিজের চার মাস বয়সী পুত্র বেওরন বিয়ার পক্ষ থেকে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ খাতে আদায় করেন। আর অবশিষ্ট অংশ নিজের পক্ষ থেকে তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ এবং লাজেমী চাঁদার খাতে আদায় করেন। এরপর থেকে প্রত্যেক মাসে পয়সা ভর্তি কৌটা নিয়ে আসেন এবং ওয়াকফে জাদীদ উপলক্ষে ডিসেম্বরের শেষ জুমআতেও নিজের সাধ্যানুযায়ী অনেক বড় অংকের আর্থিক কুরবানী তিনি করিয়েছেন।

যুক্তরাজ্যের চীন জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেক ঘাটতি ছিল; এজন্য তাহাজ্জুদে উঠে আমি দোয়া করতাম। একদিন আমার স্ত্রী বললেন, অমুক ব্যক্তি অথবা অমুক পরিবারকে যদি বলো, তাহলে তোমার আদায় বেড়ে যাবে। যখন সেই পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হয় তখন তারা বলে, আমাদের নাম প্রকাশ করবেন না, আর এক হাজার পাউন্ড আদায় করে। এছাড়াও এক হাজার পাউন্ড নিজেদের দুই সন্তানের পক্ষ থেকেও আদায় করেন এবং বলেন যে, যদি আপনাদের আরো প্রয়োজন হয় তাহলে বলবেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) এপ্রসঙ্গে ফ্রান্স, কাজাকিস্তান, মস্কো, সেরালিওন, কার্গাজিস্থান, তানজানিয়া, মালাভি, জার্মানি, কানাডা, বুর্কিনাফাসো প্রভৃতি জামাতের মালি কুরবানির কথা উল্লেখ করে ঈমান বর্ধক ঘটনাবলী বর্ণনা করেন।

এরপরে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখন আমি ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করে বিগত বছরের কিছু পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় ৬৩তম বছর গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০-এ শেষ হয়েছে এবং ৬৪তম বছর ১লা জানুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় এ বছর জামা'তের সদস্যদের এক কোটি পাঁচ লাখ ত্রিশ হাজার পাউন্ড আর্থিক কুরবানি করার সৌভাগ্য হয়েছে এবং গত বছরের তুলনায় এই আদায় আট লাখ সাতাশি হাজার পাউন্ড বেশি, আলহামদুলিল্লাহ। এ বছরও ইংল্যান্ড মোট আদায়ের দিক থেকে বিশ্বের জামা'তগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানি। তারপরে ক্রমান্বয়ে পাকিস্তান,কানাডা, আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, ইন্দোনেশিয়া এবং ঘানা রয়েছে।

ভারতের প্রাদেশিক জামা'তসমূহের মধ্যে প্রথম কেরালা, এরপর যথাক্রমে তামিল নাড়ু, জম্মু কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, উড়িশা, পাঞ্জাব, পশ্চিম বঙ্গ, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশ। জামা'তসমূহের মধ্যে যথাক্রমে কম্বেটর, কাদিয়ান, পাঠাপ্রিয়াম, হায়দ্রাবাদ, কোলকাতা, ব্যাঙ্গলোর, কালিকাট, কানরটাউন, ঋষিনগর এবং কেরাং।

আল্লাহ্ তা'লা এ সকল কুরবানীকারীদের ধন ও জনসম্পদে অফুরন্ত কল্যাণ দান করুন। তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও দিন। তারা যেন হুকুকুল্লাহ (আল্লাহ্‌র অধিকার) এবং হুকুকুল ইবাদ (বান্দার অধিকার) আদায়কারী হয়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আমি পুনরায় তাহরীক করছি, পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের সমস্যাবলী দূরীভুত করুন, তাদের দুশ্চিন্তাসমূহ দূর করুন, বিরোধী দের হাতকে বিরত রাখুন এবং যেসব বিরুদ্ধবাদীর সংশোধন হওয়ার নয়, আল্লাহ্‌তা'লা তাদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। কারাবন্দীদের দ্রুত মুক্তির উপকরন সৃষ্টি করুন-যাদের মধ্যে আলজেরিয়ার কারাবন্দীরাও অন্তর্ভুক্ত। আলজেরিয়াতেও অনেক বিরোধীতা রয়েছে। তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের জন্যও প্রশান্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। পাকিস্তানবাসীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্‌তা'লা সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার উপকরণ সৃষ্টি করুন। তারা যে একে অপরকে হত্যার চেষ্টায় মেতে উঠেছে এবং যে সন্ত্রাসবাদ ও নৈরাজ্য রয়েছে আল্লাহ্‌তা'লা এসবের অবসান করুন। অনু রূপভাবে বিশ্বের সার্বিক অবস্থার জন্যও দোয়া করুন- যা দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লা গোটা মানবজাতির প্রতি কৃপা করুন। (আমিন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ
رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
8 January 2021

Makeup & Distribute **FROM**

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org